আর্থিক লিপি

শিলিগুড়ি, বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল, ২০১৭
Siliguri ● Thursday, April 20, 2017
Arthik Lipi, Page 4

বৃহস্পতিবার ৬ বৈশাখ,১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা ১২২

লন্ডনে গ্রেফতারের ৩ ঘণ্টার মধ্যেই জামিনে মুক্ত বিজয় মাল্য, রহস্য ঘনীভূত

একেই বলে যেমন কর্ম, তেমন ফল। লিকার ব্যারন এবং অতীতে বড়মাপের শিল্পপতি বলে পরিচিত বিজয় মাল্যের যে এমন করুণ পরিণতি হবে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। কিন্তু সেই অপ্রতিহত বিজয় মাল্যকে অবশেষে লন্ডনে গ্রেফতার করেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশ। তাকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হয়। কিন্তু মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি জামিন পেয়ে যান। কীভাবে এত অল্প সময়ে তিনি জামিন পেলেন তা রহস্যঘেরা। অথচ স্কটল্যান্ড পুলিশ আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রেফতার করে বলে জানানো হয়েছে।

এটা বলা দরকার যে বিজয় মাল্যের উত্থান অনেকটা ধুমকেতুর মতো। ইউপিএ সরকারের আমলেই বিজয় মাল্য শিল্পপতি বনে যায়। কিন্তু ১৭টি ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপি। কিন্তু তার মাথায় ছাতা ধরেছিলেন কারা? এসবই তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে আশা সাধারণ মানুষের। কারণ, এই টাকা সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকাই।

ঋণ খেলাপির মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত বিজয় মাল্য গত মার্চ মাসে দেশ ছাড়েন। তিনি লন্ডনে ছিলেন। এ নিয়ে দেশ জুড়ে হইচই শুরু হয়। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত ভারতের অনুরোধে স্কটল্যান্ড পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু গ্রেফতারের তিন ঘণ্টার মধ্যেই ৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা দিয়ে তিনি শর্তাধীন জামিন পান। কীভাবে এটা সম্ভব হল তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সারা দেশে। এখন তাকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের দাবি জানিয়েছে ভারত। কিন্তু বিজয় মাল্য জামিন পাওয়ার পর নানা প্রশ্ন উঠছে। হর্ষদ মেহেতোর ঘটনার মতো সব যেন ধামা চাপা পড়ে না যায়।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া মণি মল্লিকের নিকট মেজেতে বসিলেন। আজ রবিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ (১৩ই ফাল্গুন,১২৯০ সাল)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কিসে করে এলে?

মাষ্টার —আজ্ঞা, আলমবাজার পর্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান থেকে হেঁটে এসেছি।

মণিলাল—উঃ! খুব ঘেমেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তাই ভাবি, আমার এ সব বাই নয়। তা না হলে ইংলিশম্যানরা এত কষ্ট করে আসে।

ঠাকুর কেমন আছেন—হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি এইটের জন্য এক একবার অধৈর্য হই—একে দেখাই—আবার ওকে দেখাই—আর বলি, হ্যাঁগা ভাল হবে কি? রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না। এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে।

''আমার বালকের মতো অধৈর্য অবস্থা আজ বলে নয়। সেজোবাবুকে হাত দেখাতাম, বল্‌তাম হ্যাঁগা আমার কি অসুখ করেছে?''

''আচ্ছা তা হলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই?—ওদেশে যাবার সময় গোরুর গাড়ির কাছে ডাকাতের মতো লাঠি হাতে কতকগুলো মানুষ এলো। আমি ঠাকুরদের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন বলি রাম, কখন দুর্গা, কখন ওঁ তৎসৎ—যেটা খাটে।''

(মাস্টারের প্রতি)—''আচ্ছা কেন এত অধৈর্য আমার?

মাষ্টার—আপনি সর্বদাই সমাধিস্থ—ভক্তদের জন্য একটু মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই—শরীর রক্ষার জন্য এক একবার অধৈর্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একটু মন আছে কেবল শরীরে,—আর ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাক্‌তে। **(ক্রমশ)**

দিন পঞ্জিকা

৬ **বৈশাখ** , ভাঃ ৩০ চৈত্র, **২০ এপ্রিল**, ৬ বহাগ , সংবৎ ৯ বৈশাখ বদি, ২২ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬। **বৃহস্পতিবার**, নবমী রাত্রি ঘ ১২।২১ মিঃ। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৫০ মিঃ। সাধ্যযোগ দিবা ঘ ১০।২০ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ১২।৩ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ১২।২১ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ৯।৫০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ২।৪৬ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৩৬ গতে ১।১ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, রাত্রি ঘ ১।১ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**– নাই। **বিবিধ**-নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন । **জাতীয় জনসংযোগ দিবস।** **মাহেন্দ্রযোগ**-দিবা ঘ ৬।৫০ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।৫১ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—রাত্রি ঘ ১২।৪২ গতে ২।৫৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৩০ **চৈত্র** , ভাঃ ২৩ চৈত্র, **১৩ এপ্রিল**, ১৫ রজব, ৩০ চ'ত্, উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৫২,বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দি ঘ ১১।৪৩, সেহরী শেষ ৩।৫৮, ইফতার ৬।০০।

মাদককে 'না' বলুন

যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়

লিপি

মাদক বিরোধী আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এখন প্রধান বিপদ নিঃসন্দেহে বিজেপি

বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সমর্থনের ভিত অত্যন্ত দ্রুত ক্ষীয়মাণ

আশিস বিশ্বাস

কদাচ এমন ঘটে যে, শাসক রাজনৈতিক দল উপনির্বাচনে জেতার পরেও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু ঠিক এমনই এক প্রতিচ্ছবি তথা ভাবাবেগের হদিশ মিলেছে কাঁথি (দক্ষিণ) বিধানসভা ভোটের পর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের সদর দফতরে।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যেমন ভাবা গিয়েছিল, সেভাবেই প্রায় ৪২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। দলের মোট ভোট প্রাপ্তি গতবারের ৯৩,৩৫৯ অতিক্রম করে এবার হয়েছে ৯৫,৩৬৯। পরবর্তী স্থানাধিকারী ভারতীয় জনতা পার্টির সমীরেশ্বর জানা পেয়েছেন ৫২,৮৪৬। যদিও ২০১৬ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর মধ্যে ভোট প্রাপ্তির যে ফারাক ছিল, এবার তা আরও প্রায় ৮ হাজার বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যম বিজেপি'র এই ভোট প্রাপ্তি নিয়েই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে। আসলে ২০১৬ সালের তুলনায় এবার তারা ১৫,২২৩টি ভোট বেশি পেয়েছে। শতাংশের হিসাবে তারা এবার পেয়েছে ৩০.৯৭ শতাংশ ভোট।

মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য তৃণমূল নেতারা এই জয়ের পর নিজেদের ধন্যবাদ জানানোর মধ্যেই ব্যস্ত থাকতে চেয়েছেন। তাদের গলার স্বর বেঁধে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। যাতে বিরোধী পক্ষের বেড়ে যাওয়া গুরুত্ব প্রাধান্য না পায়। যদিও বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শূন্যস্থান স্পষ্টতই বিজেপি দখলে নিয়েছে। আর সেই সূত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হিসাবে তারা উঠে আসছে। তা সত্ত্বেও বর্ষীয়ান তৃণমূলী নেতা সুব্রত বক্সী দলীয় কর্মীদের দলের জয় ও তার ব্যবধান বৃদ্ধিকেই প্রচার করার নিদান দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনও দলের প্রসঙ্গ টানা যাবে না বলেও তিনি ফরমান দিয়েছেন। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন দলের উদ্বেগ বক্সীর এই নির্দেশে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধীদের পাত্তা না দেওয়ার মানসিকতাও এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, মানুষ আমাদের সঙ্গে। তাই আমরাই জিতেছি। কে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হল, তাতে আমরা কিছু যায় আসে না। আমরা জানি যে, বিজেপি এবং সিপিএম নিজেদের ভোট অনেক সময় অন্যকে দিয়ে দেয়। আমাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হতে। কংগ্রেসও কখনও সখনও এমন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে পাল্টা বলেছেন, কাঁথি (দক্ষিণ) কেন্দ্রে বিজেপি'র ভোট বৃদ্ধি অবশ্যই উল্লেখনীয়। বিশেষত যেখানে বিজেপি'র কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী থাকলেও টিএমসি এই আসনে জেতার জন্য কোনও ফাঁক রাখেনি। বর্ষীয়ান নেতা, সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীরা ছাড়াও অধিকারী পরিবারের সবাই সেখানে মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। ভোটের দিন বিরোধী দলগুলি সংখ্যার দিক থেকে তৃণমূলের ধারেকাছে যেতে পারেনি। কেউই কার্যকর প্রচার করতে পারেনি। তাদের সম্পদের অভাবও ছিল। সব ভোট কেন্দ্রে তারা লোক দিতে পারেনি। যা তৃণমূল সহজেই পেরেছে। সিপিআই প্রার্থী গতবার যেখানে প্রায় ৫৯,৪৬৯ ভোট পেয়েছিলেন, এবার সেখানে তা কমে হয়েছে ১৭,৪২৩।

বলা দরকার, ২০১৬ সালে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট একযোগে ভোটে লড়েছিল। যা এবার হয়নি। কংগ্রেসের ফল এবার আরও খারাপ হয়েছে। এবার যা কমে হয়েছে ২২০০। বস্তুত কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেখানে বিজেপি বাকি বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসে যা দেখাল, আসলে তা এর আগে তমলুক এবং কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচনেও দেখা গিয়েছে। তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক দলগুলি পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু অন্যদিকে এই প্রশ্নও উঠছে যে, বিজেপি'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেন টিএমসি রাজ্যে হনুমান পুজোয় উৎসাহিত হয়ে উঠল।

স্থানীয় সংগঠকদের সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আয়োজিত মিছিল বা অনুষ্ঠানে রাজ্য প্রশাসন অনুমতি দিতে আপত্তি করলেও বহু তৃণমূলি নেতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন সব ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন। এমনকি তাদের অনেকেই অস্ত্র হাতে মিছিলে অংশ নিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে মন্ত্রী সাধন পান্ডে, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বৈশাখী ডালমিয়া, প্রদীপ ঘোষ, জীতেন্দ্র তিওয়ারি ও অন্যান্যদের দেখা গিয়েছে। যাদের যুক্তি হল, রাম বা হনুমান বিজেপি'র সম্পত্তি নয়। সারা ভারতেই তাদের পুজো হয়।

বিজেপি'র সমর্থন ভিত্তি বাড়ায় টিএমসিকেও হিন্দু ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। ২০১১ সালের পর যা প্রথম দেখা যাচ্ছে। ফলে তাদের জনভাবমূর্তি ও কাজে গুরুত্বপূর্ণ বদল পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিরোধীরা এতদিন অভিযোগ করছিল, তৃণমূল মুসলিম তোষণ করে চলেছে। কিন্তু বিজেপি জোরালোভাবে রামনবমী করার পরই টিএমসি বুঝতে পারে এই অভিযোগ সম্পর্কে ভাবতে হবে। যে কারণে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাদের দল এতদিনে রামকে স্বীকার করছেন। তবে এতকিছুর পরেও দেখা যাচ্ছে, বিজেপি'র প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন সমাজের সবদিক থেকে আসছে না। প্রাথমিক প্রচার ও প্রস্তুতি সংঘ পরিবারের অন্য সংগঠন করে দেওয়াও রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানে বাংলাভাষীদের মধ্যে তার প্রভাব দেখা গিয়েছে। যা আগে দেখা যায়নি। অন্যান্য দল সহ টিএমসি থেকেও বিজেপি সমর্থন পাচ্ছে। যা অস্বীকার করা যাবে না। যে কারণে এই ভোটের ফলকে স্রেফ ফেলে দেওয়া যাবে না। কারণ, বিরোধী ভোটের বড় অংশ তাদের দিকে যাচ্ছে। যা খেয়াল করলে ভাল করবে টিএমসি।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

মহিলাদের ক্ষমতায়ন : সক্রিয় সরকার

লীনা নায়ার

লিঙ্গসাম্য বা নারী-পুরুষ সমতার উল্লেখ আছে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য ও নির্দেশাত্মক নীতিতে। শুধুমাত্র সমতা মঞ্জুর করেই ছেড়ে দেয়নি, সংবিধান রাষ্ট্রকে ক্ষমতাও দিয়েছে মহিলাদের অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণের। এই সমতা ও সর্বজনীন বিকাশের নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং শিশুদের সযত্নে মানুষ করে তোলার জন্য চলে সবরকম চেষ্টা। এই নারী ও শিশুরাই আমাদের দেশে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের বেশি। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। যাতে করে মেয়েদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম সুস্পষ্ট ফল পাওয়া যায়।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এক গোলকধাঁধা বিশেষ। এর কত না নির্দেশক (ইনডিকেটর)। এই নিবন্ধে তাই, মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সেই সঙ্গে সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকারের মূল পদক্ষেপগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা (অর্থনৈতিকও বটে) জনিত অবস্থার উন্নতি করা গেলে তবেই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সার্থক হয়েছে বলা যাবে।

স্বাস্থ্য

বহু কোটি মানুষ, বিশেষত গরিব ও অবহেলিতদের জন্য উন্নত ও সাধ্যায়ত্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার বন্দোবস্ত করাটা সহজ নয়, ভারত সরকারের পক্ষে এ এক দারুণ কঠিন কাজ। ২০০5 সাল ইস্তক, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে আরও ভাল পরিকাঠামো, ওষুধ, সাজসরঞ্জাম ও মানবসম্পদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা জোগান-এর বিকাশ ঘটাতে নেতৃত্ব দিয়েছে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এনআরএইচএম)। এখন এর নাম বদলে করা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন।

বেঁচেবর্তে থাকার মানের সূচকের উন্নয়নে স্বাস্থ্য এক পূর্বশর্ত। স্বাস্থ্য পরিষেবার নাগাল পাওয়ার সুযোগ বাড়ানো চেষ্টা তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চালিয়ে যেতে হবে। ভারতে প্রসূতিদের পুষ্টির অভাব এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। এদের এক-তৃতীয়াংশের বেশির (৩৫.৬ শতাংশ) বডি মাস ইনডেক্স কম।

মেয়েদের এক বড়োসড়ো অংশ ভুগছে অপুষ্টিতে। প্রতি তিন নারীর একজন অপুষ্টির শিকার। মেয়েদের অর্ধেক রক্তাল্পতার রোগী। প্রসূতি ও শিশুদের অপুষ্টি সমস্যা ঘোচাতে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) সর্বজনীন ও জোরদার করা হয়েছে। শিশু পরিচর্যা ও বিকাশের জন্য এহেন প্রকল্প বিশ্বের বৃহত্তম। চোদ্দ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে দেশের সব জেলা ও ব্লকে চলছে এই প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী ১ কোটি ৯০ লক্ষ মহিলা এবং ৬ বছর পর্যন্ত বয়সি ৮ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুর পুষ্টির চাহিদা মেটাতে ভারতের অঙ্গীকারের প্রতীক এই প্রকল্প। প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামেগঞ্জে পালন করা হয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি দিবস।

প্রসূতি মৃত্যু অনুপাত দ্রুত কমানোর জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে আছে হাসপাতাল ও মাতৃসদনের মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সন্তান প্রসবে মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য জননী সুরক্ষা যোজনা। সরকারি চিকিৎসালয়ে বিনা খরচে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার সহ যে কোনও প্রসবের জন্য জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম। মা ও শিশুর পরিষেবা জোগানের উপর নজরদারি চালাতে আছে মা ও শিশু ত্রাণ কার্ড (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন কার্ড)। প্রতিষেধক পরিষেবা সহ গর্ভাবস্থা ও প্রসব পরবর্তীকালে পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে মা ও শিশুর খোঁজ রাখার ব্যবস্থা (মাদার অ্যান্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম)। প্রসবকালীন পরিচর্যার মান উন্নত করতে এবং উপযুক্ত স্তরে সংশোধনকারী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রসূতি মৃত্যু পর্যালোচনা (মেটারনাল ডেথ রিভিউ)। এসব প্রচেষ্টার দরুন বেশ কিছুটা এগোনো গেছে। ২০০৭-০৯-এ প্রসূতি মৃত্যু অনুপাত ছিল প্রতি এক লক্ষে ২১২। রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী তা কমে ২০১০-১২-য় দাঁড়িয়েছে ১৭৮।

তেরোটি রাজ্যে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার (এনএফএইচএস-৪) অধুনাতম (২০১৫-১৬) তথ্য থেকে প্রমাণ মিলেছে যে গর্ভাবস্থা ও প্রসবের সময় পরিচর্যা ব্যবস্থাদি আরও ভাল হওয়ার দেশে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু কমেছে। হাসপাতাল, মাতৃসদন, নার্সিংহোমের মতো প্রতিষ্ঠানে প্রসবের জন্য ভর্তি হচ্ছেন আগের চেয়ে আরও বেশি বেশি মহিলা। গত দশকে কয়েকটি রাজ্যে এর হার তো বেড়েছে দু'গুণেরও বেশি। প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা মেটানোর দিনে খেয়াল রেখেছে ২০১৫-র খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিও। এতে পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা

মেয়েদের মানমর্যাদা বাড়ানোর সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার শিক্ষা। শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা ও উপযুক্ত দক্ষতা বিকাশের জন্য সরকার হাতে নিয়েছে অনেক কর্মসূচি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ ও কারিগরি সব ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রেই আছে সরকারি কর্মসূচি। সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিয়ে ২০১০-এর এপ্রিলে চালু হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯। এই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দিতে চালু হয় সর্বশিক্ষা অভিযান। এসবের মোদ্দাফল, কি গ্রাম কি শহর, দেশজুড়ে গত কয়েক বছর ধরে স্কুলে মেয়েদের নাম লেখানো বেড়েই চলেছে। কমেছে বিদ্যালয় ছুটের হার। জাতীয় পর্যায়ে, প্রাথমিক স্কুল স্তরে লিঙ্গ সমতা সূচক-জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্স হচ্ছে ১.০ এবং উচ্চ-প্রাথমিক ০.৯৫ (জেলা শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থার ২০১২-১৩-র হিসেবে)। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্য মেনে নিয়েও বলা দরকার যে উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাই আরও অনেক কিছু। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য পড়া, লেখা, ভাষা বোঝা, অঙ্ক কষা বিশ্বমানের সমতুল করে তুলতে সর্বশিক্ষা অভিযানের আশায় দেশজুড়ে চালু হয়েছে পড়ে ভারত, বাড়ছে ভারত-এর লক্ষ্য প্রতিটি স্কুলে ২০০ দিন (৮০০ ঘণ্টা) লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। **(ক্রমশ)**

সম্পাদক সমীপেষু

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ ৮১-কে ছুঁয়ে ফেলল

ক্লান্তি নামে গো/শান্তি নামে গো। এই গানটির কণ্ঠদানে ছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। এই গানের রচনার ক্ষেত্রে আবার সুর সংযোজনের ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন। তিনি হলেন সলিল চৌধুরী। তিনি এই গানটিতে প্রেরণা পেয়েছিলেন। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ গানটির প্রেরণা থেকে। শুভ জন্মদিনে আমরা প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা জানাই। একজন মানুষ এই সংসারে আসে। তখন কিছু ভাল বার্তা নিয়েই আসে। সেই ভালবার্তাটাই আমাদের মনসংযোগটাকে আরও বেশি করে। কোনও কিছু একটা ভাল কাজ করার ইচ্ছায়। নিজেকে তুলে ধরতে এগিয়ে আসে। শুভ জন্মদিন অর্থাৎ হ্যাপি বার্থ ডে জানাতে আমরা প্রাথমিক স্তরে যাই। আবার এই হ্যাপি বার্থ ডে কোনও একজন মানুষের বয়স বেড়ে যাওয়ার পরও জানানো যায়। বয়সের কোনও হিসাব হয় না। যদি মনের বয়সটাকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। তাহলে প্রতিদিনই একটা করে হ্যাপি বার্থ ডে পালন করা যায়। বর্তমানে বেশ কিছু কলাকুশলীদের শুভ জন্মদিনে তাদের সেইভাবেই জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। আমরা বেতারে যখন কান পাতি তখন তাদের জন্মদিনটাকে এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করছেন যা শোনার পর মনটায় একটা আলাদা অনুভূতি এনে দিয়েছে। আবার দূরদর্শনের পর্দায় এসে সেইসব মানুষদের কথা বলে। তাদের আলাপচারিতাটা এত সুন্দরভাবে তুলে ধরছেন যা দেখার পর আমাদের অনেক অজানা গল্প আমাদের জানা হয়ে যাচ্ছে। এখানে সেই মানুষটাকে যে মনে রাখতে পেরেছে। সেই মানুষটিকে আবার তুলে ধরতে পেরেছে এটাই তো সব থেকে বড় কথা। পেয়ে হারিয়ে গেলে তার আনন্দটা বোধহয় একটু ব্যতীত হয়। তবে হারিয়ে যাওয়ার পর যদি আবার ফিরে পাওয়া যায় তার আনন্দটাই আলাদা। যারা এইভাবে হারিয়ে যাওয়ার পর নতুন করে খুঁজে পায় সেদিনটার কথা। শেষের দিনও মনে রাখে। আবার ভুলে যাওয়া মানুষটাকে যখন তার আপনজন শুভ জন্মদিন বলে করমর্দন করে। তখন তার আনন্দটা আরও বেশি করে পাওয়া। আমরাও যেন ঠিক এইভাবে প্রতিটি আনন্দটাকে বলতে পারি হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া -৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়... সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি

৩ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান

লিপি

৩ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

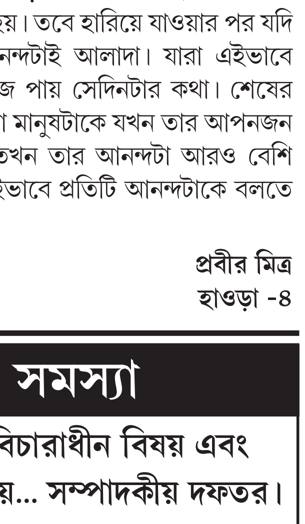

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়